بسم الله الرحمن الرحيم

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আমরা শোকাহত। আমরা মর্মাহত!! ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর শহরে ২৮শে মে ২০১০ তারিখে পবিত্র জুমুআর নামায চলকালে ধর্মের নামে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলা ও এলোপাথারী গোলাগুলিতে শাহাদাত বরণকারী সকল আহমদী মুসলমানদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করছি। একই সাথে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ধর্মের লেবাসধারী সন্ত্রাসী চক্রের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, একাধারে পরিচালিত অনেকগুলো আহমদীয়া বিরোধী হত্যাকান্ডের মাঝে এটি সর্বশেষ ঘটনা।

কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ তথা ইসলামের সকল মৌলিক শিক্ষা পালনকারী শান্তিপ্রিয় এই ধর্মীয় সম্প্রদায়কে যুগের পর যুগ ধরে সেদেশে এ ধরনের জঘন্য অত্যাচার ও আনাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রেখেছে একটি উগ্র ধর্ম-ব্যবসায়ী চক্র। ধর্ম ব্যবসায়ী চক্রের বিষয়ে একটি রাষ্ট্র যখন নতজানু নীতি অবলম্বন করে তখন এর পরিণাম কী দাঁড়ায় এরই একটি মর্মান্তিক মহড়া ছিল এই হত্যাযজ্ঞ। আমরা আশা করবো পাকিস্তানের সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও রাষ্ট্র পরিচালকরা এ ঘটনার পর সেই সব ভুল শুধরানোর কাজে তৎপর হবে যেগুলোর পথ ধরে উগ্র মৌলবাদী ধর্মীয় সন্ত্রাসীরা সেই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে। এই মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের জনগণকেও একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে ধর্মান্ধ চক্রেদের পক্ষ থেকে কোন গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলমান ঘোষনার কুটনীতি কখনও কোন দেশ ও সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। বরং এ থেকে সেই দেশ ও সমাজে উগ্রতা ও ধর্মান্ধতার দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। দীর্ঘ ৩৬ বছর আগে যেদেশে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে আহমদীয়া তরিকার মুসলমানদেরকে ‘সরকারী কাফের’ আখ্যা দেয়া হয়েছিল সেদেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠী কিন্তু সেখানেই থেমে থাকে নি; বরং শাসকগোষ্ঠীর এই ‘নতি স্বীকারের’ সুযোগ গ্রহণ করে তারা একের পর এক নৃশংস তান্ডব লীলা সৃষ্টি করেই চলেছে। এদের হাত থেকে কেবল আহমদীরাই নয় বরং পাকিস্তানের অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ও রক্ষা পায়নি। অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বুদ্ধিমানদের কাজ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমীন॥

(আহমদীয়া মুসলিম জামাত,বাংলাদেশ)